ভোরের কাগজ

19 APR 20 3

নকলের উৎসমূল উপড়ে ফেলতে হবে

দেশে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকল প্রতিরোধের উদ্যোগ চলে আসছে অনেক আগে থেকেই। অতীতের সব সরকারের আমলেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা শোনা গেলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি খুব একটা। কাগজে-কলমে যাই থাকুক, বাস্তবে ছিল যথেষ্ট ঢিলেমি। তাই নকল চলেছে অবাধে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে নকলপ্রবণতাও বেড়ে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে ও ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকদের সহযোগিতা পেয়ে নকলের মতো অবৈধ কার্যক্রম অনেকেটাই যেন বৈধ হয়ে গিয়েছিল শিক্ষার্থীদের কাছে। তাই নিয়মিত লেখাপড়া না করে পুরোপুরি নকলনির্ভর হয়ে পড়েছিল অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছে এবং যেকোনো মূল্যে নকল প্রতিরোধে তৎপর হয়ে উঠেছে। এবারের মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোতে নকল প্রতিরোধে অনেক বেশি কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ কেন্দ্রেই নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ক্ষমতাসীন জোট সরকার ক্ষমতা লাভের পর যতোগুলো জনহিতকর সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে চারটি বেশ চোখে পড়ার মতো– পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাজধানী থেকে দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট তিন চাকার গাড়ি উচ্ছেদ, সারা দেশে পরিবেশের ক্ষতিকর পলিথিন নিষিদ্ধকরণ, পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান। প্রথমটিতে সরকার পুরোপুরি সফল হলেও দ্বিতীয়টিতে হয়নি। পুরোটা সফলতা আসেনি, কিছু কিছু পলিথিনের ব্যবহার চলছে এখনো। পলিথিন কালচারের পুরোপুরি অবসান ঘটানো কোনো দেশের পক্ষে সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না। তৃতীয়টি অর্থাৎ পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সম্পূর্ণ সফল না হলেও এ পর্যন্ত যতোটা হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। আর সন্ত্রাসের শেকড় প্রতিরোধে সম্পূর্ণ সফল না হলেও এ পর্যন্ত যতোটা হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। আর সন্ত্রাসের শেকড় উপড়ে ফেলা যে সময়ের ব্যাপার, সেটা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ পর্যন্ত যতোটা হয়েছে তা কিছুটা হলেও স্বস্তি। জনস্বার্থে সরকারের এ চারটি উদ্যোগের মধ্যে তৃতীয়টা অর্থাৎ পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের বিষয়টি নিয়েই আমাদের আলোচনা।

পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সরকার যে খুবই আন্তরিক তা বোঝা যাচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর কর্মতৎপরতা দেখে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী যেভাবে তার মিশন নিয়ে সারা দেশ চষে বেড়িয়েছেন এবং এবারো বেড়াচ্ছেন তা থেকেই বোঝা যায়, সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাত্র এক বছরের অভিযানে নকল প্রতিরোধে বর্তমান সরকার যে সফলতা দেখিয়েছে, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আগামী ৩ বছর এভাবে চালাতে পারলে দেশ থেকে নকল অবশ্যই বিদায় নেবে। আর এ থেকে এটারও প্রমাণ মেলে, সরকার আন্তরিক হলে জাতীয় স্বার্থে গৃহীত কোনো মহৎ কাজ করা মোটেও অসম্ভব নয়। মহৎ যেকোনো পদক্ষেপে জনগণ অবশ্যই সরকারের পাশে এসে দাঁড়াবে, সহযোগিতা করবে। দুঃখ এই যে, বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত কোনো সরকারই কোনো জনহিতকর কাজে এ পর্যন্ত ১০০% আন্তরিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। শুরুটা বেশ জোরেশোরে হলেও মাঝপথে এসে ঢিলেমি শুরু হয়। আধাআধি করে অনেক কাজ ফেলে রাখা হয়। তখন এ জনহিতকর কাজটিই জনসংকটে পরিণত হয়।

মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশ প্রায় সব বিষয়েই পিছিয়ে আছে, এগিয়েছে শুধু নকলের প্রতিযোগিতায়। দুর্নীতিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। অতএব নকলের প্রতিযোগিতাতেও সবার উপরেই থাকার কথা। কারণ নকল করা হলো সকল দুর্নীতির সেরা। অন্য সব নকলের জন্য কারা দায়ী জানি না, তবে পরীক্ষায় নকলের জন্য ঢালাওভাবে দায়ী করা হয়ে থাকে শিক্ষকদের। কারণ পরীক্ষার সঙ্গে শিক্ষকরাই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। শিক্ষকরা ছাত্রদের পড়ান, পরীক্ষাও নেন তারা, উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন এবং ছাত্রদের পাস-ফেলের হিসাব-নিকাশও করেন তারাই, তাই পরীক্ষায় নকল হলে শিক্ষকদের দায়ী করা হবে-এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এরপরও কথা থাকে। এককভাবে শিক্ষকদের এ ব্যাপারে দায়ী করা যায় কি না সেটা ভেবে দেখা দরকার। নকলের জন্য দায়ী তারা ঠিকই, তবে কতোটুকু দায়ী? শিক্ষক ছাড়া আর কেউ দায়ী কি না তা খতিয়ে না দেখে ঢালাওভাবে তাদের দায়ী করলে বোধ হয় অবিচার করা হবে তাদের প্রতি। আসলে নকলের জন্য শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীরা এককভাবে দায়ী নন। প্রশাসন থেকে শুরু করে সমাজের আমরা প্রত্যেকেই এর জন্য কম-বেশি দায়ী। বর্তমান সরকার নকল প্রতিরোধে আন্তরিকভাবেই উদ্যোগী হয়েছে। তাই এর উৎসমূল খুঁজে বের করতে হবে সরকারকেই। মূল উপড়াতে না পারলে নকলের বিনাস সাধন কতোটা সম্ভব হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যায়।

দেশের আর দশটা দুর্নীতির মতো নকল করাও একটা সামাজিক দুর্নীতি। এটা এক ধরনের চৌর্যবৃত্তিও বলা যায়। মজার ব্যাপার হলো, এ বৃত্তিটাকে সবাই প্রকাশ্যে ঘৃণা করলেও ভিতরে ভিতরে দেশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবাই এ ঘৃণ্য বিদ্যারই অনুশীলন করে থাকে। চুরি না করে কেউ সমাজপতি হতে পারে না। চুরির মাধ্যমে সমাজপতি বনে সেই আবার ছিঁচকে চোরদের শাসায়-ভয় দেখায়। আসলে উপরে ওঠাটাই বড়ো কথা। কে কিভাবে উপরে উঠলো সেটা কথা নয়। উপরে উঠতে পারলেই সবকিছু সফেদ হয়ে যায়। সমাজে নমস্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হওয়া যায়। তাই সবাই উপর উঠতে চায় যে কোনোভাবে। নকলের ব্যাপারটিও তাই। সবাই নকলকে ঘৃণা করে ঠিকই কিন্তু সুযোগ পেলে নকল করে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। চুরি করার মানে বিনাশ্রমে সম্পদ লাভ করা আর পরীক্ষায় নকল করা মানে বিনা শ্রমে সম্পদ লাভ করা।

নকল ছাত্রদের অপছন্দ। অথচ এ অপছন্দের কাজটি তাদের করতে দেখা যায় বেশিরভাগ সময়। কারণ অনুশীলন তাদের কাছে বিরক্তিকর এবং কষ্টকর। এ বিরক্তিকর ও কষ্টকর কাজটি এড়িয়ে নকলের মাধ্যমে শিক্ষার সনদ লাভটাই তাদের কাছে সহজ বলে মনে হয়। অভিভাবকরাও কেউ নকল করা পছন্দ করেন না অথচ তাদেরই ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহে তৎপর হতে দেখা যায়। এর কারণ একটাই, প্রতিটি অভিভাবকই চায় তার ছেলে বা মেয়ে ভালোভাবে পাস করুক। নকল করা ঘৃণ্য অপরাধ ঠিকই কিন্তু সামলে করতে পারলে সনদপ্রাপ্তির কৃতিত্বটা প্রশংসাধন্য! ভালোভাবে পাস করার মূল্য এদেশে অনেক। জ্ঞানের ঘট কতোটা ভরাট তা হাতিয়ে দেখতে যায় না কেউ, দেখে সনদপত্রে মানের অবস্থান। নকল করে সনদপত্রের বদৌলতে যিনি শিক্ষক পদ লাভ করেছেন তিনিও নকলকে অপছন্দ করেন। কারণ নকলবাজ ছাত্র কখনো শিক্ষককে গুরুত্ব দেয় না। শিক্ষককে সম্মানও করে না। এরপরও শিক্ষকদের নকলকে প্রশ্রয় দিতে হয়, ছাত্রদের কৃতিত্বের ওপরই তাদের চাকরি বাড়েনি। তাই শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার কৌশল নিতে হয়। কাজেই শিক্ষকরা অবস্থার চাপে অনেকটা বাধ্য হয়েই নকলকে প্রশ্রয় দেয়।

খুব কমসংখ্যক সাধারণ ছাত্রছাত্রী নকল করতে সাহস পায়। তারা শিক্ষকদের ভয় করে, ভয় করে বহিষ্কার হওয়ার বিষয়টিকে। অভিভাবকদেরও ভয় করে তারা। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরাই নকলে বেপরোয়া থাকে। এসব ছাত্রছাত্রী সারা বছর নেতার পিছনে ঘুর ঘুর করে, রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে আড্ডা মারে, মিছিল মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এসব করতে করতে পড়াশোনার ওপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। পড়তে বসলেও পড়ায় মন বসে না। পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে তখন চোখে অন্ধকার দেখে। অথচ পরীক্ষায় পাস তাদের করতেই হবে। কারণ সার্টিফিকেট না থাকলে উপরে ওঠা যাবে না– এটা তারা ভালোই জানে। তাই পরীক্ষার হলে নকল করার দুঃসাহস দেখায় এরাই। এরা যেহেতু ক্লাসে যায় না, তাই শিক্ষকদেরও ভালোভাবে চেনে না। আর চিনলেও ভয় পায় না, শ্রদ্ধাও করে না। এদের কাছে শিক্ষকের কোনো গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব রাজনৈতিক নেতাদের। তাই শিক্ষকরা নকল ধরলেই এরা রুখে দাঁড়ায়, শিক্ষককে ভয় দেখায়, জীবননাশের হুমকি দেয়, অপমান করে লাঞ্ছিত করে। আন্দোলন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে পরীক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে। এরা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর পর্যন্ত চড়াও হয়। হুট করে পুলিশের মাথা ফাটিয়ে বসে। এরা কাউকেই পরোয়া করে না। কারণ এদের পেছনে থাকে এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতেও থাকে এ নেতাদের অবস্থান। তাই শিক্ষকদের নীরবে সব কিছু ছাড় দিতে হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধান নিজেকে রক্ষা করার স্বার্থে, সবাইকে কম্প্রমাইজ করতে বলেন। এভাবেই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকল করার অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও অনেকেই এর সুযোগ নিতে সাহসী হয়।

এ পরিস্থিতিতে নকল পুরোপুরি বন্ধ করতে হলে যা করতে হবে তা হলো যেখানে সেখানে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি না দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করে শেষ বর্ষে একটি পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে প্রাথমিক শিক্ষা বেশি ফলপ্রদ হবে এবং সত্যিকার ছাত্ররাই মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। যত্রতত্র পরীক্ষা কেন্দ্র না করে প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য প্রতিটি উপজেলায়, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রতিটি সাবেক মহকুমায় এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিটি বৃহত্তর পুরোনো জেলায় একটি করে বড়ো আকারের বহুতলাবিশিষ্ট পরীক্ষার হল নির্মাণ করতে হবে।

এসব কেন্দ্রের পরিচালনায় থাকবে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ, যারা স্কুল কলেজের শিক্ষকদের সহায়তায় পরীক্ষা পরিচালনা করবেন। পরীক্ষায় নকল চললে এই কর্তৃপক্ষই দায়ী থাকবে। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সারা বছর সমানভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারবে। শিক্ষকরাও শিক্ষাদানের কাজে নিজেদের একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত রাখতে পারবেন। শিক্ষকতারও মান বাড়বে এতে। আর একটি কথা– স্কুল ও কলেজে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। এতে ভালো ছাত্ররা রাজনীতির জালে জড়িয়ে অকালে নষ্ট হবে না। নকল ধরার জন্য শিক্ষককে অপমান করবে না। নকল করার অধিকার চেয়ে স্লোগানে সোচ্চার হবে না। অনুশীলনে অভ্যস্ত থাকলে নকলকে তারাই ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করবে, বর্তমান